বাঙালির কলকাতা

সংসার ও সমাজ

প্রদীপ নারায়ণ ঘোষ

পুনশ্চ

BANAGALIR KOLKATA
SANSAR O SAMAJ

By Pradip Narayan Ghosh

First Published
January, 2026

ISBN 978-81-7332-727-8

Price r 295

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৬

দাম r ২৯৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা -৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

মা ও বাবার পুণ্যস্মৃতিতে...

সূচি

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ ১৩

১.১ নববধূর বিচার ১৩
১.২ এক শতক আগের বিবাহ অনুষ্ঠান ১৫
১.৩ বিবাহ অনুষ্ঠানের সেকাল ও একাল ১৮
১.৪ বাবুঘাটের ইলিশ ২১
১.৫ এক শতক আগের মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবার ২২
১.৬ রেলের লোক ২৫
১.৭ কাঠের সিঁড়িতে কে ২৬
১.৮ বাংলা ভাষার মর্যাদা ২৮
১.৯ ভারতবাসীর উৎকোচ সংস্কৃতি ৩১
১.১০ জননী ৩২
১.১১ দক্ষিণের কলকাতা ৩৩
১.১২ অথ ভূতকথা ৩৬
১.১৩ উত্তর কলকাতার অলিগলি ৩৮
১.১৪ অনুকূল পরিবেশে রমনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ ৪০
১.১৫ সি ভি রমনের হতাশাজনক বিদায় ৪৪
১.১৬ শরৎচন্দ্র, সৌরীন্দ্রমোহন ও ফণীন্দ্রনাথ ৪৮
১.১৭ শরৎচন্দ্র, চরিত্রহীন ও ‘যমুনা’ ৫০
১.১৮ ভাবপ্রবণ শরৎচন্দ্র ৫২
১.১৯ শরৎচন্দ্র এবং ফণীন্দ্রনাথ ৫৪
১.২০ অবিচলিত শরৎচন্দ্র ৫৬
১.২১ অবিবেচক শরৎচন্দ্র, বিদায় ফণীন্দ্রনাথ, বিদায় ‘যমুনা’ ৫৭
১.২২ যতীন্দ্র মোহন বাগচী, ফণীন্দ্রনাথ পাল ও ‘যমুনা’ পত্রিকা ৫৯
১.২৩ যমুনা সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের একান্নবর্তী পরিবার ৬০
১.২৪ বারীন্দ্রনাথ পাল, এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ৬২
১.২৫ বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ৬৪
১.২৬ অতুলকৃষ্ণ, হিন্দু মহাসভা ও জাতীয় বিদ্যালয় ৬৬

স্বাধীনতা উত্তর চল্লিশ আর পঞ্চাশের দশক ৬৯
২.১ জাগতে রহো ৬৯
২.২ জঙ্গলবাড়ির কথা ৭০
২.৩ কে তুমি! ৭৩
২.৪ ১৯৫৩ সাল, ১। চালের জন্য হাহাকার ৭৫
২.৫ ১৯৫৩ সাল, ২। নারীশক্তি ৭৭
২.৬ ১৯৫৩ সাল, ৩। শ্যামাপ্রসাদ ৮০
২.৭ হাজরায় হাজির ছিল লালুর খাটাল ৮২
২.৮ কালীঘাট ফলতা রেলওয়ে ৮৪
২.৯ নয়া পয়সা আর মেট্রিক পদ্ধতি ৮৫
২.১০ রবার্ট দ্য আলুভাতে ৮৭
২.১১ হাঁড়ির খবর ৮৯
২.১২ রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হাকিমজ্যাঠা ৯১
২.১৩ প্রবাসী বাঙালি ৯৪
২.১৪ বিয়েবাড়ির খাওয়া দাওয়া ৯৬
২.১৫ বাংলার মিষ্টি বাঙালির সংস্কৃতি ৯৯
২.১৬ জাতের নামে বজ্জাতি ১০১
২.১৭ বাংলার যাত্রাপালা ও বিবেক ১০৩
২.১৮ গোর্খা সৈনিক ১০৪
২.১৯ স্বাধীনতা উত্তর কালে রাজনীতি ১০৫
২.২০ ডাঙ্গুলি খেলা ১০৬
২.২১ উত্তর কলকাতার অলিগলি— বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ১০৭
২.২২ সাহিত্য যখন শিল্প হয় ১০৯
২.২৩ একাকী রাতের দখল ১১১
২.২৪ এই পৃথিবীর ফেরিওয়ালা ১১৩

ষাটের দশক ১১৬
৩.১ ঘটি বাঙালের ফুটবল ১১৬
৩.২ শিব দুর্গা দেখবে! শিব দুর্গা! ১১৮
৩.৩ শান্তিনিকেতন আর রতন কুঠি ১২০
৩.৪ পুরানো সেই দিনের কথা ১২৩
৩.৫ বাংলা নাটকের স্বর্ণাভ দিনগুলো ১২৪
৩.৬ চলছে চলবে আর উৎপল দত্ত ১২৬

৩.৭ এক উপেক্ষিত নাট্যকার—বিধায়ক ভট্টাচার্য ১২৯
৩.৮ নান্দীকার, অজিতেশ ও বাংলা নাটকের বিশ্বায়ন ১৩১
৩.৯ সেকালে কলকাতার বাংলা সিনেমা হল ১৩৪
৩.১০ পঞ্চাশ ষাট দশকে কলকাতা রেডিও অনুষ্ঠান ১৩৭
৩.১১ পঞ্চাশ ষাট দশকে কলকাতার দুর্গা পুজো ১৩৯
৩.১২ দক্ষিণ কলকাতায় সেকালের গুন্ডাসংস্কৃতি ১৪২
৩.১৩ সেযুগের জলসা ১৪৪
৩.১৪ জ্ঞান ও বুদ্ধি ১৪৭
৩.১৫ বই পাড়ার গুঁতোগুঁতি ১৪৭
৩.১৬ বাঙালির আড্ডা সংস্কৃতি ১৪৮
৩.১৭ মুখাগ্নি ১৫০
৩.১৮ ১৯৬৭ সাল, ক. ইডেন টেস্টে হাঙ্গামা ১৫২
৩.১৯ ১৯৬৭ সাল, খ. প্রেসিডেন্সির ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলন ১৫৩
৩.২০ ১৯৬৭ সাল, গ. সরকার পরিবর্তন ১৫৫
৩.২১ ১৯৬৭ সাল, ঘ. ঘেরাও সংস্কৃতি ১৫৭
৩.২২ ১৯৬৭ সাল, ঙ. নকশাল ছাত্র আন্দোলন ১৬০
৩.২৩ নকশাল ভীতি ১৬২
৩.২৪ নকশাল আন্দোলন, বামফ্রন্ট আর ভূমি সংস্কার ১৬৫

সত্তর দশক ১৬৮
৪.১ উত্তর কলকাতার অলিগলি— ঈশ্বর মিল লেনের ঈশ্বর ১৬৮
৪.২ দূরে আরও দূরে কম্পিউটার থেকে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ১৬৯
৪.৩ বাংলাদেশের সৃষ্টি ১৭১
৪.৪ জরুরি অবস্থা ১৭৩
৪.৫ মহানায়ক ১৭৫

১৯২৬ সালে কলকাতায় প্রথম দোতলা বাস চালু হয়।
প্রথম রুট ছিল শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট পর্যন্ত।

ভূমিকা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বড় শহরের মধ্যে কলকাতা অপেক্ষাকৃত নতুন। ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এই শহরের গোড়াপত্তন করে। ক্রমে এই শহর বৃটিশ অধিকৃত ভারতীয় উপনিবেশের রাজধানী হয়। অনেক পরে স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর আগে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। এই শহরের মানুষের জীবনযাত্রা এবং সামাজিক রীতিনীতির ক্রমবিবর্তন হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক পর্যন্ত সময়ে কিছু বাস্তব ঘটনা এবং শিল্প, সাহিত্য, নাটক, সিনেমা ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতার বর্ণনা সাজিয়ে এই বইটি লেখা হয়েছে। এর চারটি অংশ কয়েকটি সময়ের ভিত্তিতে লেখা। প্রথম অংশ প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের ঘটনা গুলি আমার মা, পিসিমা, দাদু এবং আরও কয়েকজন আত্মীয়ের মুখে শোনা ঘটনার ভিত্তিতে লেখা ছাব্বিশটি অনুচ্ছেদ। সি ভি রমনের উপর লেখা দুটি অনুচ্ছেদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু নথিপত্র থেকে লেখা। শরৎচন্দ্রের ওপর লেখা অনুচ্ছেদগুলি শরৎচন্দ্রের এক সময়ের বন্ধু এবং যমুনা পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের ভ্রাতুষ্পুত্রী আমার পিসিমা রেখা মিত্র, ফণীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমার ছোটদাদু বারীন্দ্রনাথ পাল, তাঁর ভাগিনেয় আমার বাবা আশুতোষ ঘোষ এবং পালদের বাড়ির আরও কিছু আত্মীয়ের থেকে পাওয়া। কিছু তথ্য তাঁর জীবনচরিত লেখক বিষ্ণু প্রভাকরের লেখা থেকে নেওয়া।

প্রত্যেক অনুচ্ছেদ ঘটনার শুরু যে সময়ে সেই অংশে দেওয়া হয়েছে, যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেই ঘটনার শেষের কথাগুলি পরবর্তী কোনও সময় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। অনুচ্ছেদের লেখার সম্পূর্ণতার জন্য কোনও বিশেষক্ষেত্রে পুনরুক্তি করা হতে পারে। সাধারণ ভাবে প্রতিটি অনুচ্ছেদ পৃথক, অন্য কোনও অনুচ্ছেদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন, ফলে যে কোনও অনুচ্ছেদ পৃথকভাবে পড়া যায়।

দ্বিতীয় (২৫টি অনুচ্ছেদ), তৃতীয় (২৪টি অনুচ্ছেদ) এবং চতুর্থ (৫টি অনুচ্ছেদ) অংশ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা। এই লেখাগুলো একরকম ইতিহাস হয়ে গেছে, যদিও এর কোনও ধারাবাহিকতা নেই, এক একটা সময়ের প্রেক্ষিতে লেখা। কিছু ক্ষেত্রে ঘটনা বিস্ময়কর বা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, পঞ্চাশ ষাটের দশকে যাদের বাল্যকাল বা যৌবনকাল ছিল তাদের মনে পড়তে পারে। শেষ অংশে

মাত্র পাঁচটি অনুচ্ছেদ আছে। পঞ্চাশ বছরের বেশি পুরনো ঘটনার কথা শুধুমাত্র লেখা হয়েছে। সেই জন্য খুব বেশি ঘটনার কথা নেই।

এই বইয়ের কিছু ঘটনা লেখার জন্য আমার স্ত্রী নন্দিতা ঘোষের সাহায্য নিয়েছি। বইটি যত্ন করে ছাপার জন্য 'পুনশ্চ' প্রকাশনার পক্ষে শ্রীসন্দীপ নায়কের প্রতি আমি ধন্যবাদার্হ।

প্রদীপ নারায়ণ ঘোষ

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ

১.১ নববধূর বিচার

প্রায় একশো বছর আগের কথা। আমার মায়ের কাছে শোনা। মায়ের বিবাহের অনেক আগে, মা তখন পিতৃগৃহে। আমার মাতামহ আর দুই ভাই কলকাতার ৩/২ বৃন্দাবন ঘোষ লেনে থাকতেন, একান্নবর্তী পরিবার। এলাকাটি ছিল বৌবাজারের ক্রিক রো সংলগ্ন। এইখানে ছিল বিখ্যাত হারমোনিয়াম প্রস্তুতকারক দোয়ারকিনের (দ্বারকানাথ ঘোষ) বাড়ি। সাহেবরা সঠিক উচ্চারণ করতে না পারার জন্য তাকে দোয়ারকিন বলত। তাঁরই পৌত্র ছিলেন জ্ঞান প্রকাশ, চারু প্রকাশ ঘোষ। প্রতিবেশী হিসাবে আমার এক মামার সঙ্গে তাঁদের সখ্য ছিল। ছোট বেলায় শুনেছি মা এনাদের গেনুদা বা চারুদা বলে উল্লেখ করত। এখানে বাড়ি ছিল বা এখনও আছে অনেক পুস্তক প্রকাশকের। যেমন এক সময়ের খুব নামী প্রকাশক এস সি আড্ডীর বাড়ি ছিল এখানেই।

মায়ের কয়েকজন বিধবা পিসি ছিলেন। তাঁরা প্রায় সময়ই যাওয়া আসা করতেন। সেযুগের মধ্যবিত্ত বাঙালি অনেক পরিবারে তা দেখা যেত। তার মধ্যে সেজপিসির বাড়ি ছিল শ্যামবাজারের ২বি নেবুবাগান লেনে। লক্ষ্য করার মত বিষয়, লেবুকে নেবু বলা ছিল পশ্চিম বঙ্গের মানুষের অভ্যাস। আমার মা অনেক সময় নেবু, নংকা বলত। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোর থেকে বেরিয়েছে এই সরু গলি। ২বি বাসে এখানে যাওয়া যেত, তাই বাড়ির নম্বর মনে আছে। সেখানে ছোটবেলায় গিয়েছিলাম। এই সেজপিসির একমাত্র পুত্র জীবন কিশোর বসু কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে রেলের চাকরি পেয়েছিলেন। সেকালে রেলের চাকরি খুবই উচ্চ পর্যায়ের বলে ধরা হত। তার পর এক সময়ে তেলের কাজ (পেট্রোল, ডিজেল), তার পর ব্যাংক আর এখন আই টি এই ভাবে কাজের বাজার দর ক্রমশ পাল্টাতে থাকে। এখন অবশ্য মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে মধ্যমেধার ছাত্রছাত্রীদের জন্য তা সত্য বলে মনে হয়।

সেজপিসি ছেলে জীবনের বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান শুরু করলেন। তাঁর পুত্র জীবন কিশোর খুব কালো হলেও ডাক্তার এবং রেলের চাকরি, একেবারে সোনায় সোহাগা। সেজপিসির কোনও যৌতুক দাবি ছিল না। কিন্তু চাহিদা ছিল যথার্থ সুন্দরী এবং পালটি ঘর। পালটি ঘরের অর্থ হল তাদের পরিবার একই রকম শিক্ষিত, অর্থিক এবং সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

শীঘ্রই চাহিদা মতো পাত্রী পাওয়া গেল, এমন গুণবান ছেলের পাত্রীর অভাব হয়

না। বিবাহ সম্পন্ন হল। কিছু সময়ের মধ্যেই নববধূর সঙ্গে শাশুড়ির বিরোধ শুরু হল। কাজ কর্ম বিষয়ে কোনও সমস্যা ছিল না। সেজপিসির পছন্দ না বউমার সাজগোজ। নববধূ সব সময়ে কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরতেন, যা সে সময়ে একেবারেই অপ্রচলিত বাড়ির বউদের পক্ষে। আমি আমার মাকেও কখনোই এই প্রকার শাড়ি পরতে দেখি নি। ঘরোয়া বেশে শাড়ি পরাটা দীর্ঘকালের রেওয়াজ ছিল। আর একটা বিষয় ছিল সিঁথিতে আলবার্ট কাটা। অনেকের মনে থাকতে পারে সিনেমার উত্তমকুমার অনেক সময়ে তা করতেন। কিন্তু বউমার এই সাজে তাঁর শাশুড়ির ঘোর আপত্তি। তিনি কয়েকবার বলেছেন। কিন্তু বউমা হাসিমুখে শুনত, তাতে তাঁর অভ্যাস পরিবর্তন হত না। তাঁর স্বামী মায়ের কাছে শুনতেন, কিন্তু নীরব থাকতেন। এমন অবস্থা অনেক দিন চলল। সেজপিসি বেশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। বাড়িতে আসা আত্মীয়দের বলতে থাকলেন।

কেউ বলতেন, এমন বধূকে ত্যাগ করা উচিত, আবার অন্য কেউ বলতেন, এই পরিবারে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। অনেকেই নতুন বউমার আচার ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট, তিনি সবার সঙ্গেই মিষ্ট ব্যবহার এবং আপ্যায়ন করতেন। এমন অনেক দিন চলার পর আত্মীয় পরিজন সবাই সাব্যস্ত করলেন সবার এক সঙ্গে আলোচনার দরকার। তার জন্য এক সভা ডাকা হল, ক্রিক রো এলাকার আমার মাতামহ মানে আমার মায়ের পিত্রালয়ে। অনেক জন আমন্ত্রিত এসেছিলেন। বৈঠকখানা ঘরে মিটিং হবে। সেখানে শুধুমাত্র পুরুষদের থাকার কথা। যাদের নিয়ে এই সমস্যা, তাঁরা মহিলা, কিন্তু তাঁদের প্রবেশ অধিকার নেই। বৈঠকখানা ঘরে মহিলাদের প্রবেশ অধিকার নেই। সবার উপস্থিতিতে মিটিং শুরু হল। ঠিক হল সেখানে সভাপতিত্ব করবেন মায়ের দাদা। তিনি আমার বড়মামা। তাঁকে আমি কখনও দেখিনি। আমার জন্মের অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন, মায়ের থেকে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। তিনি তখন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। শুনেছিলাম তিনি অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ছিলেন হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের।

মিটিংএ অনেক রকম আলোচনার পর কিছুই ঠিক হল না। একদল নববধূর পক্ষে ছিলেন, তাঁদের বক্তব্য এই কারণ বধূর শাস্তির জন্য যথেষ্ট নয়। অন্যদল সরাসরি কোনও শাস্তির পক্ষে। শেষে সবাই ঠিক করলেন, এই সভার সভাপতি সব কিছুই শুনেছেন আর তিনি যেহেতু আইনজ্ঞ, তিনি সব কিছু বিবেচনার পর যা সিদ্ধান্ত হবে তা সবার গ্রহণযোগ্য হবে। সেই ঘরের একটা ভিতরে যাওয়ার দরজা এবং একটা জানালা ছিল। এমন জানালা এখনকার বাড়িতে থাকে না। মা বলেছিল, ভিতর থেকে সবাই উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছে, কী জানি কী হয়। সে সময়ের বিচ্ছেদ আইনসম্মত ভাবে হত না। সাধারণত স্বামী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাপের বাড়ি যেতেন। তার পর কিছুদিনের জন্য সেখানে থাকবে বলে তিনি স্ত্রীকে সেই বাড়ি রেখে আসতেন। তার পর আর ওমুখো হতেন না। লোকে বলত সে বাপের বাড়ির গলগ্রহ হল। খুব নিষ্ঠুর এই প্রক্রিয়ার জন্য কী আইন ছিল জানি না। মেয়ের বাবা মা বা অন্য বয়স্ক আত্মীয়রা বলতেন, মেয়েটার কপাল পুড়েছে।